জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - অক্টোবর ২০০৯/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* এশিয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলকে বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন নিয়ে অবশ্যই পুনরায় ভাবতে হবে-জাতিসংঘ
* কাবুলে বোমা হামলায় জাতিসংঘের অন্তত পাঁচ কর্মী নিহত-উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের নিন্দা প্রকাশ
* পাঁচটি স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে পারলে আয়ু বাড়বে পাঁচ বছর - জাতিসংঘ প্রতিবেদন
* জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ২২ নতুন সদস্য নির্বাচিত

এশিয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলকে বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন নিয়ে অবশ্যই পুনরায় ভাবতে হবে-জাতিসংঘ

২৯ অক্টোবর- এশিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ অঞ্চলকে অবশ্যই বাণিজ্যকে ব্যবহার করতে হবে। জাতিসংঘের এক নতুন প্রতিবেদনে একথা বলা হয়।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলীয় জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) কর্তৃক পরিচালিত এই সমীক্ষায় বলা হয়, আগামী বছর নাগাদ এ অঞ্চলে রপ্তানি ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ অঞ্চলের উন্নতির একটি বড় কারণ হল বাণিজ্য, তবে অর্থনৈতিক সংকট প্রবৃদ্ধির নতুন দিক উন্মোচনের সুযোগ এনে দিয়েছে।

এসকাপ-এর নিবাহী সচিব নোয়েলেন হাইজার বলেন,"আমরা ব্যবসাকে সাধারণভাবে দেখতে পারি না"। তিনি আরো বলেন বাণিজ্যকে শুধু বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের সাথে সরাসরি যুক্ত করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কাজে লাগানো প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক সংকট থেকে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে আমাদেরকে দেশীয় বাজারে চাহিদা বাড়াতে হবে এবং যা ফলশ্রুতিতে রপ্তানির বিকল্প নয় বরংপুরক উপাদান হিসেবে প্রবৃদ্ধির উৎস হবে।

এসকাপ-এর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ শাখার পরিচালক রাভি রাত্নায়েক বলেন, যদিও আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে এখনও বাণিজ্য বাধা অত্যন্ত বেশি।

তিনি বলেন, একে অন্যের ওপর আরোপিত সকল কর নির্মুলের মাধ্যমে দৈনিক ১ ডলারেরও কম আয়ে জীবনযাপনকারী এ অঞ্চলের প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ্য মানুষের সংখ্যা হ্রাস করতে পারে।

কাবুলে বোমা হামলায় জাতিসংঘের অন্তত পাঁচ কর্মী নিহত-উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের নিন্দা প্রকাশ

২৮ অক্টোবর- আজ কাবুলের একটি গেস্ট হাউজে এক বোমা হামলায় জাতিসংঘের অন্তত পাঁচ জন কর্মী নিহত হয়েছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এর তীব্র নিন্দা জানান এবং জাতিসংঘ দেশটিতে এর গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ও দেশটিতে জাতিসংঘ মিশনের (UNAMA) প্রধান কাই এডি এক বিবৃতিতে বলেন," আফগানিস্তানে জাতিসংঘের জন্য এটি একটি অত্যন্ত শোকাবহ দিন।"

হামলায় জাতিসংঘের বেশ কজন কর্মী আহতও হয়। তিনজন তালেবান জঙ্গি আত্মঘাতী পোশাক, গ্রেনেড এবং মেশিনগান নিয়ে ভোরের দিকে এই হামলা চালায় বলে জানা যায়।

জাতিসংঘ জানায় তারা এই মুহূর্তে নিহতদের নাম বা জাতিয়তা জানাতে পারছে না। মহাসচিব বান কি মুন এ “কাপুরুষোচিত হামলা”র তীব্র নিন্দা জানান এবং নিহতদের পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

আফগানরা ৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তার প্রতিদ্বন্দ্বি আবদুল-াহ আবদুল-াহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নিউ ইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে বান কি মুন বলেন বিশেষত আজকের এই হামলার পর কেউই আর সমস্যাগুলোকে খাটো করে দেখছে না। এ সময়ে আমি কেবল এটাই বলতে চাই যে নির্বাচনে কারচুপি যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় সেজন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউএন স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি (ইউএনভি) নিশ্চিত করে যে নিহতদের মধ্যে তাদের দুজন কর্মী রয়েছে এবং তাদের একজন কর্মী আহত হয়েছে। নির্বাহী সমন্বায়নকারী ফ্লেভিয়া পার্নাসিয়েরি সংস্থার ৮,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষ থেকে নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানান।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের নির্বাহী পরিচালকও এ হামলার প্রতি তীব্র নিন্দা জানান এবং গেস্ট হাউজে অবস্থানরত তাদের একজন সহকর্মীর ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যিনি বর্তমানে নিখোঁজ রয়েছেন।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডাবি-উএফপি) নির্বাহী পরিচালক জোসেট শেরান কাবুলে মানবিক সহায়তা কর্মীদের ওপর এ হামলাকে “বর্বরোচিত আক্রমণ” বলে অভিহিত করেন।
.
নিরাপত্তা পরিষদও আজ এ আক্রমনের নিন্দা জানিয়ে বলে “ বিশেষত তালেবানদের নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার ও আফগানিস্তানের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার এ প্রচেষ্টাকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।” পরিষদ নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতিও সমবেদনা জানায়।

পাঁচটি স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে পারলে আয়ু বাড়বে পাঁচ বছর - জাতিসংঘ প্রতিবেদন

২৭ অক্টোবর- স্বাস্থ্য ঝুঁকির মারাত্মক পাঁচটি কারণ হলো কম ওজনের শিশু, অনিরাপদ যৌনকর্ম, মাদক সেবন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, পয়ঃনিস্কাশন ও পরিস্কার পরিচ্ছনতার অভাব এবং উচ্চরক্তচাপ। এগুলোর সমাধান করা গেলে বিশ্বব্যাপী মানুষের আয়ু অন্তত পাঁচ বছর বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘের নতুন এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবি-উএইচও) কর্তৃক প্রকাশিত ‘বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকি’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে প্রতি বছর আনুমানিক ছয় কোটি মানুষ মারা যায়। এর চার ভাগের এক ভাগের মৃত্যুর কারণ ওই পাঁচটি বিষয়।

প্রতিবেদনে একেকটি স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে এমন একেকটি কারণ হিসেবে উলে-খ করা হয় যা স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। এতে বায়ু দুষণ, তামাক সেবন ও অপুষ্টির মতো পরিবেশগত, আচরণগত ও শারীরিক সমস্যার ২৪টি বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। এর ভিত্তিতে ২০০৪ সালে অঞ্চল, বয়স, লিঙ্গ ও দেশের আয় ভেদে মৃত্যু, রোগব্যাধি ও আহত হবার ওপর এগুলোর প্রভাব কি তা নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিবেদনে একাধিক ঝুঁকির সম্মিলিত প্রভাবের বিষয়টিও উলে-খ করা হয়। বলা হয়, মৃত্যু ও রোগব্যাধির জন্য অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ঝুঁকি দায়ী। এর কোন একটি ঝুঁকি কমিয়ে আনার মাধ্যমে একে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, হৃদরোগের কারণে যতগুলো মৃত্যুর ঘটনা ঘটে তার ৭৫ শতাংশেরও বেশির জন্য দায়ী কেবল আটটি ঝুঁকি। উলে-খ্য, হৃদরোগজনিত কারণে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়।

ঝুঁকিগুলো হচ্ছে মাদক সেবন, রক্তে অতিমাত্রায় গ-ুকোজ, তামাক সেবন, উচ্চ রক্তচাপ, শরীরের উচ্চতার তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ওজন, উচ্চ মাত্রার কোলস্টেরল, কম পরিমাণে ফল ও শাকসবজি খাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রম না করা। ডবি-উএইচও জানায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই এ ধরনের বেশিরভাগ মৃত্যু ঘটে থাকে।

ডবি-উএইচও'র মৃত্যু ও রোগব্যাধির দায় বিষয়ক সমন্বয়ক কলিন ম্যাথারস বলেন, স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়গুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব বুঝতে পারলে সরকারের জন্য স্বাস্থ্য নীতিমালা তৈরি করাটা সহজ হবে।

তিনি আরও বলেন, 'অনেক দেশে অনেকগুলো ঝুঁকির একসঙ্গে জটিল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওই দেশগুলো এ ধরনের তথ্যপ্রমাণ নীতিনির্ধারণী সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে সমন্বিত করে তাদের স্বাস্থ্য কর্মসুচি নির্ধারণ করতে পারে।'

প্রতিবেদনে আরও উলে-খ করা হয়, বিশ্বে এক-তৃতীয়াংশ শিশুমৃত্যু হয় কিছু অপুষ্টিজনিত ঝুঁকির কারণে; যেমন-কম ওজন, পর্যাপ্ত বুকের দুধ না পাওয়া ও জিংকের অভাব। তা ছাড়া বিশ্বে প্রতি চারজনে একজন শিশুর মৃত্যুর কারণ অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশ।

এ ছাড়াও ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণে যতগুলো প্রাণহানির ঘটনা ঘটে তার ৭১ শতাংশই ঘটে তামাক সেবনের কারণে। অন্যদিকে বিশ্বে কম ওজনের চেয়েও স্থুলতার কারণেই মৃত্যুর হার বেশি।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ২২ নতুন সদস্য নির্বাচিত

২৬ অক্টোবর-জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) জন্য ২২টি সদস্য রাষ্ট্র নির্বাচিত করেছে। জাতিসংঘের প্রধান অংগ সংস্থার একটি এ পরিষদ জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, আঞ্চলিক কমিশন ও কার্যকরী কমিশন পরিচালিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও এ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন করে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আজ সকালে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ১৮টি দেশ নির্বাচিত করে। আগামী বছর ১ জানুয়ারি থেকে তাদের তিন বছরের মেয়াদ শুরু হবে। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, গ্রিস ও পর্তুগালের স্থলাভিষিক্ত হবে চারটি রাষ্ট্র। পুরোনো এ চারটি রাষ্ট্রকে তাদের বর্তমান মেয়াদের আগেই পদ ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত যে চারটি রাষ্ট্র তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে সেগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, মাল্টা ও তুরস্ক। প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও ভোটের পর তাদের নির্বাচিত হওয়ার কথা।

অস্ট্রেলিয়া ও ফিনল্যান্ড আগামী বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইকোসক-এ দায়িত্ব পালন করবে। অন্যদিকে মাল্টা ও তুরস্ক দায়িত্ব পালন করবে ২০১১ সালের শেষ পর্যন্ত।

ভৌগলিক সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কাঠামোর ভিত্তিতে ইকোসক'র ৫৪টি শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্র বাছাই করা হয়। এর ১৮টি রাষ্ট্র আজ নির্বাচিত হলো। এই নির্বাচনের ধরণ হলো: আফ্রিকার দেশগুলো থেকে পাঁচটি আসন, এশিয়ার দেশগুলো থেকে চারটি, পুর্ব ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে দুটি, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে তিনটি এবং পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য দেশগুলো থেকে চারটি আসন।

ভৌগলিক বিভাজনের প্রত্যেকটিতে নির্ধারিত প্রার্থী সংখ্যা শুন্য আসনের বেশি হয়নি। ঘানা, কমোরস, জাম্বিয়া, রুয়ান্ডা ও মিশরকে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে বাছাই করা হয়। অন্যদিকে এশিয়া থেকে মনোনীত করা হয় বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন ও ইরাককে। পুর্ব ইউরোপের জন্য বরাদ্দ দুটি আসন জেতে ইউক্রেন ও শে-াভাকিয়া।

ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে চিলি, বাহামাস ও আর্জেন্টিনাকে নির্বাচিত করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয় ইতালি, বেলজিয়াম, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইকোসক'র সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ১৬টি রাষ্ট্রের মেয়াদ আগামী বছরের শেষ নাগাদ পূর্ণ হবে। এগুলো হলো: ব্রাজিল, ক্যামেরুন, চীন, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া, মলডোভা, মোজাম্বিক, নাইজার, নরওয়ে, পাকিস্তান, পোল্যান্ড, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া, সেন্ট লুসিয়া, যুক্তরাজ্য ও উরুগুয়ে। অপর ১৬টি রাষ্ট্রের মেয়াদ শেষ হবে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর। এগুলো হলো: আইভরি কোস্ট, ইস্তোনিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, গুয়েতেমালা, গিনি বিসাউ, ভারত, জাপান, লিস্তেনস্টাইন, মরিশাস, মরক্কো, নামিবিয়া, পেরু, সেন্ট কিটস ও নেভিস, সৌদি আরব ও ভেনেজুয়েলা।

* * *